জাতিসংঘের অনুষ্ঠানে কথা বলা হলো না মুখতার মাইয়ের

সংবাদ ডেস্ক।।

জাতিসংঘের অর্থায়নে তৈরি করা একটি টেলিভিশন অনুষ্ঠানে ডকুমেন্টারি কথা বলা হলো না মুখতার মাইয়ের। এ সৌভাগ্য অর্জনে প্রধান বাধা হিসেবে কাজ করেছে তার দেশ, তার দেশের সরকার। গত পুত্রবার জাতিসংঘের টেলিভিশন স্টুডিওতে সাক্ষাৎকার দেয়ার জন্য সময় নির্ধারিত ছিল। একই সময় পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শওকত আজিজ নিউইয়র্ক সফর করছিলেন। গণধর্ষিত এ পাকিস্তানী নারী তার সাহসের কারণে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। মুখতার মাইয়ের ভাইয়ের অপরাধে তার গ্রামের মোড়লদের নির্দেশে তাকে গণধর্ষণ করা হয়। অন্য সম্প্রদায়ের এক মেয়েকে ভালবেসে বিয়ে করা ছিল তার ভাইয়ের অপরাধ।

বেশ কিছুদিন আগে থেকেই মুখতার মাইয়ের সাক্ষাৎকারের সময়সূচি নির্ধারিত ছিল। টেলিভিশন স্টুডিওতে 'এন ইন্টারভিউ উইথ মুখতার মাই ঃ দি ব্রেভেস্ট উম্যান অন আর্থ' শীর্ষক এ অনুষ্ঠানে মুখতার মাইয়ের অংশগ্রহণের খরচ বহন করার দায়িত্ব গ্রহণ করে বেসরকারি প্রতিষ্ঠান 'ভারচু ফাউন্ডেশন' এবং 'দি এশিয়ান-আমেরিকান নেটওয়ার্ক এগেইনস্ট এবিউস অফ হিউম্যান রাইটস'। বৃহস্পতিবার প্রতিষ্ঠান দুটিকে জানানো হয় পাকিস্তানের আপত্তি থাকায় প্রোগ্রামটি বাতিল করা হয়েছে। গত শনিবার মুখতার মাই দেশে ফিরে আসেন।

পরে এক সংবাদ সম্মেলনে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শওকত আজিজের কাছে জানতে চাওয়া হয়, কেন মুখতার মাইয়ের ওপর এ নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হলো। এ প্রসঙ্গে শওকত আজিজ বলেন, 'আমি এ সম্পর্কে কিছুই জানি না। আপনাদের কাছ থেকে আমি বিষয়টি জানলাম। আরও কয়েকজন এখানে আসার আগে আমাকে এ কথা জানিয়েছেন। আমি জানি না এখানকার কার্যক্রম কীভাবে নির্ধারিত হয়।' যুক্তরাষ্ট্রের পাকিস্তানি মিশনও এ সম্পর্কে কিছু জানাতে অপারগতা প্রকাশ করেছে।

মুখতার মাই গণধর্ষণের মতো বিভীষিকার সম্মুখীন হয় ২০০২ সালে। এ রকম পরিস্থিতিতে বেশিরভাগ নারী আত্মহত্যা করে থাকে। কিন্তু মুখতার মাই গ্রামের মোড়লদের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে আদালতে মামলা করেন। মামলায় তিনি জয়ী হন। আদালত মোড়লদের বিরুদ্ধে অর্থ দণ্ড দেয়। মুখতার মাই এ অর্থ দিয়ে এলাকায় একটি স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। এর আগে গত বছর নভেম্বরে মুখতার মাই যুক্তরাষ্ট্র সফর করেন। সেবার মার্কিন ফার্স্টলেডি লরা বুশের সঙ্গে তিনি দেখা করার সুযোগ পান।

মুখতার মাইয়ের বিদেশ সফরের ওপর পাক সরকারের নিষেধাজ্ঞা এই প্রথম নয়। গত জুনে তিনি যুক্তরাষ্ট্র সফরের আমন্ত্রণ পেলে বাধা হয়ে দাঁড়ায় পাকিস্তান সরকার। 'গ্ল্যামার' ম্যাগাজিনের 'ওম্যান অফ দি ইয়ার' পুরস্কার নিতে তার যুক্তরাষ্ট্র সফরের কথা ছিল।

গত সপ্তাহে জাতিসংঘের টেলিভিশন অনুষ্ঠান বাতিল হওয়ার পর মুখতার মাই বলেন, 'আমি খুবই হতাশ হয়েছি। পাকিস্তান সরকারের বিরুদ্ধে আমি কিছুই বলতাম না। আমি যে কাজ করছি, যাদের নিয়ে কাজ করছি শুধু সে সম্পর্কে কথা বলতাম।'